Registered No 15

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ { ২৫ এ ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল ইং৭ ই মার্চ্চ ১৮৭২ খৃঃ অব্দ } ৪ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

২৫ এ ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার

কলিকাতা।

কলিকাতায় নুতন আর বারো জন জষ্টিস নিযুক্ত হইবার কথা হইতেছে। ইহাদিগের ছয় জন দেশীয়, ও ছয় জন ইউরোপীয়। দেশীয়-দিগের মধ্যে এই চারি জনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, বাবু ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষাল, বাবু সুবল দাস মল্লিক ও তোষাখানা আফিসের বাবুগিরীশ চন্দ্র দাস।—

সম্প্রতি অকারণে কুকাদিগকে যে হত্যা করা হয় সে সম্বন্ধে পারিলিয়ামেণ্টেতর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা শুনিয়া অবাক হই-লাম যে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে কোথায় ইং-লিশ গবর্ণমেণ্ট ঘৃণা প্রকাশ করিবেন ও হত্যা-কারীদিগকে যথোচিত শাস্তি দিবেন তাহা না করিয়া তাহারা উহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এ দেশীয়দিগের জীবন এত লঘু পদার্থ। যাহাই হউক, কুকা হত্যা কাণ্ড সম্বন্ধে যদি সুবিচার না হয়, তবে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের একটি চির কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে।—

ব্রাহ্মদিগের বিবাহ সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক আবার কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকিল। পূর্ব্বে যে রূপ জানা গিয়াছিল যে এ বিলটি নিশ্চিতই বিধিবদ্ধ হইবে, এক্ষণ তা-হাতে অনেকের সন্দেহ হইতেছে। প্রায় দেশ সমেত লোক ম্যারেজবিলের বিরুদ্ধ। ব্যবস্থাপক সভায় ইহার সপক্ষ অতি কম লোক আছেন। এক লর্ড মেয়ো ইহার সপক্ষ ছিলেন এবং তিনি যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে এটি নিশ্চিতই বিধিবদ্ধ হইত, কিন্তু নূতন গবর্ণর জেনারেল ব্রাহ্ম দিগের জন্যে যে সাধারণ মতের বিরুদ্ধে কাজ করিবেন আমাদের সে ভরসা হয় না।

যাহাতে দেশীয়টিকা উঠিয়া ইউরোপীয় টিকা এদেশে প্রচলিত হয় ইহা গবর্ণমেণ্টের একান্ত ইচ্ছা ও এই নিমিত্ত একটি বিশেষ আইন প্রস্তুত হইতে চলিল। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় খুব ভাল তাহার সন্দেহ নাই, কারণ তাহা-দের বিবেচনায় ইউরোপীয় টিকা শ্রেষ্ঠ তন্ত আইন করিয়া টিকা প্রচলন করিলে লোকে অত্যাচার মনে করিবে কোন্ রূপ টিকা ভাল তাহা আগে লোকে বুঝুক; তখন তাহারা ইউরোপীয় টিকা আপনাপনি দিবে। লোকের মনে অদ্যাপি সন্দেহ আছে' তাহারা অদ্যাপি ইউরোপীয় টিকার এরূপ কিছু উপকারিতা দেখে নাই যাহা দ্বারা উহা হঠাৎ অবলম্বন করিতে পারে। বরং অনেকের বিশ্বাস যে যখন কৃত বিদ্য' ডাক্তার গণের মতের ঐক্যতা নাই, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে গোবীজের টিকা ভাল কি মনুষ্য বীজের টিকা ভাল তাহার স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই, এমত অবস্থায় একটি আইন প্রস্তুত করা নিতান্ত অন্যায়।—

অন্যান্য উপদ্রবের মধ্যে গোরুর অত্যা-চারে কৃষি কার্য্যের বিস্তর অনিষ্ট করে। এ দেশে মাঘ মাসের শেষ হইতে লোকে গোরু ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করে। এ কালটিকে লোকে উদমোকাল বলে, বোধ হয় উদ্যমের অপভ্রংশে উদ্‌মো হইয়াছে। গোরু এক্ষণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করাতে অনেক গুলি উপকার আছে, কিন্তু যে উপকারই থাকুক শস্যের পক্ষে বিস্তর অনিষ্ট হয়। গবাদির অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে খোয়াড় সংস্থাপন করিয়া থাকেন। খোয়াড় গুলিতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ক্ষতি হয় না, বরং লাভ থাকে, কিন্তু তথাচ স্থানীয় কর্তৃপক্ষেরা যত দূর সম্ভব অমনোযোগ করেন। দেশের মধ্যে আট দশ ক্রোশ অন্তর প্রায় খোয়াড় দেখা যায়। অনেক স্থলে এগুলি এত নিকটবর্ত্তীও নয়, সুতরাং দূরস্থিত লোক-দিগের উহাতে কোন উপকারই হয় না। আবার খোয়াড় কর্ম্মচারীদিগের বেতন ছয় টাকা, ইহারা পোলিশের নিম্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্ম-চারিদিগের অনুগত লোক, সুতরাং ইহাদের ধর্ম্ম জ্ঞান না থাকারই কথা। ইহাদের হাতে একটি ভার দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা প্র-ত্যহ কাঁচা পয়সা হাতে পায় এবং অপহরণের যেমত লোভ বলবৎ থাকে, সুযোগ ও তেমনি মস্ত, সুতরাং অনেক স্থলে খোঁয়াড় রক্ষক-দিগের দোষে ব্যয় অপেক্ষা আয় ন্যূন হয়। এ সমুদায় ক্ষতি একটু মনোযোগ দিলে কর্ত্তৃ-পক্ষেরা নিবারণ করিতে পারেন। কল যদি খোঁয়াড়ের আয় হইতে সমুদায় ব্যয় বাদ দেওয়া যায়, তবে বৎসর বৎসর গবর্ণমেণ্টের এসম্বন্ধে ক্ষতি না। হইয়া বরং লাভ দাঁড়াইয়া যায়। পোষ্টাল বিভাগে সমগ্রআয় ব্যয়ের হিসাব হয়, ফেরিফণ্ড প্রভৃতির পক্ষেও এই নিয়ম, তবে খোঁয়াড়ের পক্ষে এ নিয়ম কেন বর্ত্তে না। ইহা সত্বেও এই পরমোপ-কারী বিষয়টি উঠাইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেটেরা কিছু মাত্র ত্রুটি করেন না। এ সম্বন্ধে এক খানি পত্র আমরা স্থানান্তর প্রকাশ করিলাম।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া নিম্ন লিখিত পত্র খানি এ স্থলে গ্রহণ করিলামঃ—

"মহাশয়, জিলা নদিয়ারা অধীন পাঁচ বাড়িয়া গ্রাম নিবাসী রাঢীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ উমাকান্ত তরফদারের ভুবন মোহিনী নাম্নী নবম বর্ষ বয়স্কা একটী বিধবা কন্যা ছিল। বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্র বার রাত্রে জিলা যশোরের অধীন কাদির কোল গ্রাম নিবাসী আদ্য নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়াছে। পাত্রটীর বয়ক্রম ৩০ বৎসর হইবেক। এই বিবাহেতে যাহারা বর যাত্র ও কন্যা যাত্র ছিলেন তাঁহারা কিছু দিন সমাজে স্থগিত ছিলেন, এখন সমাজে চলিত হইয়াছেন।"

এযাবৎ ফেরিফণ্ড বিভাগ মাজিষ্ট্রেট ও কমিসনার দিগের হস্তে ছিল, আপাতত উহা পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অন্তর্গত হইবে। এই পরিবর্ত্তনটি দ্বারা বিস্তর উপ-কার হওয়ার সম্ভাবনা। মাজিষ্ট্রেট কি ক-মিসনারেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ ইত্যাদি কিছু বুঝেন না, অনেক সময় ওভারসিয়ার গণ তাঁহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া বিস্তর অর্থ নষ্ট করে, ফেরীফণ্ড পবলিক ওয়ার্ক বিভা-গের অধীনে আইলে সম্ভবতঃ সেটি হইবে না। রাস্তা ঘাটও এখন সম্ভবতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবে।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে লং সাহেব পীড়িত হইয়া বিলাত গমন করিতেছেন। মিসনারীদের মধ্যে লং সাহে-বের তুল্য এ দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল আছেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা নানা কারণে তাঁহার নিকট বাধিত। তিনি প্রকৃত প্রজার বন্ধু। আমরা ভরসা করি তিনি সত্বর সুস্থ হইয়া পুনরায় এ দেশে আগমন করিবেন॥

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

সংক্রামক পীড়ার ন্যায় হত্যা করিবার ইচ্ছা যেন বিকীর্ণ হইতেছে। বিগত ১ লা মার্চ্চ তারিখে এক জন ফিনিয়ান মহারাণী বিক্টরিয়াকে গুলি করিবার চেষ্টা করে। মহারাজ্ঞী বৈকালে ভ্রমণার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার গাড়ীর নিকট আসিয়া তাঁহার সম্মুখে একটি পিস্তল ধরে, সৌভাগ্য বশতঃ পিস্তলটি সে ছুড়িতে পারিয়াছিল না। তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধরা হয়। ইহার নাম ওকনর ও এ এক জন আইরিসম্যান। এক্ষণ এ ব্যক্তিকে পাগল বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার নিকট কতকগুলি কাগজ পত্র ও মাহারাণীর নিকট দেওয়ার জন্য এক খানি দরখাস্ত পাওয়া যায়। দুরাত্মা ওকনোর তাহার দুরভিসন্ধিতে কৃতকার্য্য হইলে পৃথিবীতে আজ যে কি এক সর্ব্বনাশ হইত তাহা ভাবিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি। রাজ্যের যত প্রকার শত্রু আছে তাহার মধ্যে এই প্রকার গুপ্ত শত্রু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। এইরূপ দুর্ব্বৃত্ত পিশাচদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে ছয় মাসের মধ্যে দুইটি মহার্ঘ জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। রাজনীতিজ্ঞেরা কি এইরূপ পৈশাচিক্‌ কার্য্যের নিরাকরণ করিবার জন্য কোন কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারেন না? আয়রলণ্ডের ফিনিয়ানেরা প্রায় ভারতবর্ষের ওহাবিদিগের ন্যায়। ইহাদের চাল্‌ চলন, মনের ভাব, উন্মত্ততা অনেকটা একরূপ।

ইউরোপ।

তড়িত ও বাষ্পে পৃথিবীকে এখন এত ছোট করিয়া ফেলিয়াছে যে পূর্ব্বে কাবুলে ও আমাদের দেশে যে সম্বন্ধ না ছিল, এক্ষণে আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে তাহা হইয়াছে। ইউরোপে কি আমেরিকায় যে কোন দেশেই বিপ্লব হউক না, তাহার তরঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া লাগে। আমেরিকার দাসোমুক্তির যুদ্ধে এ দেশে বিস্তর ধন আইসে ও প্রথম বহুলরূপে তুলার রপ্তানি হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হইতে এ দেশে বাণিজ্যের বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইংলণ্ডে যদি কোন বিপ্লব উপস্থিত হয়, তবে সে এক প্রকার আমাদের নিজের দেশে হইতেছে বলিতে হইবে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের আসিয়াতে যত ব্যয় হয়, তাহার অধিকাংশ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া থাকেন। আফ্রিকায় সে দিন যে যুদ্ধ হইল তাহার ব্যয়ের ভার আমাদের কতক বহন করিতে হয়। সেখানে ইংলণ্ডের বিপদ ও সৌভাগ্যে আমাদের বিস্তর আইসে যায়, সুতরাং শুদ্ধ ইংলণ্ডের সহিত আমাদের সম্পর্ক নয়, ইংলণ্ডের সহিত যাহাদের সম্পর্ক আছে, তাহারাও প্রকারান্তরে আমাদের সম্পর্কীয়।

এতকাল ফরাশিশ সম্রাট লুই নেপোলিয়ান নিজ [illegible] ধরিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সমুদয়ের সমঞ্জসতারক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ফ্রান্সের যে পতন হইয়াছে আর ইউরোপ বিলোড়িত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ফ্রান্স প্রুশিয় যুদ্ধের অবসান হইতে না হইতে রুশিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। ইংলণ্ডের ভারি সহিষ্ণুতা, নতুবা ইউরোপ কেন, সমুদায় জগত সমরানলে ছারখার হইয়া যাইত। অধুনা ইউরোপে বিবাদের সুত্রপাত কতই কোথা হইতে বাহির হইতেছে। ইউরোপে চারিটী রাজ্য প্রধান ছিল, তন্মধ্যে ফ্রান্স ধরাশায়ী, প্রুশিয় গত যুদ্ধের নিমিত্ত আপনার সমুদয় ক্ষমতা নিয়োজিত করিয়া এক্ষণ ধমক সামলাইতেছেন ইংলণ্ড গত যুদ্ধে এত ত্রুটী করিয়াছেন যে এক্ষণ উহা যত সংশোধন করিবার যত্ন করিতেছেন আপনাকে তত বিপদাপন্ন করিতেছেন। কেবল রুশিয়া যেমন তেমনি আছেন, এমন নয়, গত যুদ্ধে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার যত শোণিত পতন হইয়াছে, রুশিয়ার শক্তি তত বৃদ্ধি হইয়াছে। রুষিয়া অল্প দিন হইল সভ্য পদে আরূঢ় হইয়াছেন, তাহার উচ্চাশা, পদগৌরব, ও কর্ত্তৃত্বের অভিলাস কেবল অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে গুলি তৃপ্তি করিবার ইচ্ছা এক্ষণ ভারি বলবৎ। ইংলণ্ডের যত দুর্গতি হউক না, তিনি গত বীর্য্যের কথা মনে করিয়া "হায়রে সে কাল বলিয়া" আপনাকে তৃপ্তি করিতে পারেন। ফ্রান্সের চিরকাল কর্ত্তৃত্ব করিয়া কতক সাধ মিটিয়াছে, প্রুশিয় ত আজ কাল সর্ব্ব প্রধান, কেবল রুসিয়ার ইহার কিছুই নাই, অথচ ইহার নব যৌবন। ইনি বাহাদুরী দেখাইবার জন্য ছটফট করিতেছেন—এবং যদি প্রুশিয়, ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব পদ গ্রহণ করিতে না পারেন, ইংলণ্ড যদি আরো হীন না হন, ফ্রান্স যদি পতিত দশা হইতে আর না উঠেন, তবে আবার জগত মনুষ্য শোণিতে প্লাবিত হইবে।

আর একটী বিপদ আবার নুতন উপস্থিত হইয়াছে। আমেরিকা এত দিন কিছুর মধ্যেই ছিলেন না, তিনি নিজের লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু উচ্চ পদে তাহারও মস্তক ঘুর্ণায়মান হইয়াছে। দাসোমুক্তি যুদ্ধের সময় আমেরিকগণ যে মনুষ্য রক্ত পান করেন তাহা তাহারা অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

যখন দাসোমুক্তির যুদ্ধ আমেরিকায় উপস্থিত হয়, তখন ইংলণ্ডের মনে মনে বড় আহ্লাদ হয়। ইংরেজেরা আমেরিকগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও অপমানিত হন। ইংরাজদিগের শত্রু নির্যাতনের ইচ্ছা ভারি বলবৎ। ইহারা যে কখন কোন শত্রুকে ইচ্ছা পূর্ব্বক ক্ষমা করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। আমেরিকায় যখন ঘরোয়া বিবাদ উপস্থিত হইল তখন ইংরেজেরা এবার আমরা ধুম খাইব ভাবিলেন, আমেকার উত্তর ও দক্ষিণদেশ ঐক্য থাকায় ইংরাজেরা আমেরিকার প্রতি প্রতি শোধ লইতে কখন সহেস করেন নাই। যুদ্ধ দেখিয়া ভাবিলেন যে এই বার ইহাদিগের বিচ্ছেদ যদি হয়, তবে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ইংলণ্ড প্রথম দূর হইতে আনন্দে ডগমগ হইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষে দেখিলেন যে উত্তর আমেরিকানগণ ক্রমে প্রবল হইতে লগিল, সুতরাং তাহাদের আর আশা সুসিদ্ধ হয় না। তখন তাহারা ভাবিলেন যে দক্ষিণ আমেরিকান গণকে সাহায্য করা অতি কর্ত্তব্য। আর একটী কারণ। আমেরিকা উৎপন্ন তুলা দ্বারা ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ পরিবার প্রতিপালিত হয়। দাস বানিজ্য উঠিয়া গেলে অনেকে প্রথম আশঙ্কা করেন আমেরিকায় চাষের বিস্তর ক্ষতি হইবে। দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক কৃষি কারবার। তাহারা এই নিমিত্ত দাস বাণিজ্য যাহাতে থাকে তাহার যত্ন পান এবং ইংরাজেরাও পাছে দাস অভাবে তুলার চাষ বন্ধ হইয়া তাহাদের ম্যাঞ্চেষ্টর প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের কারবার বন্ধ হয় এই ভয় করেন। সুতরাং দক্ষিণ আমেরিকানগণের যুদ্ধে পরাভুত না হওয়া, ইংলণ্ডের স্বার্থ, ও মনোগত ইচ্ছা। তাহারা প্রকাশ্যরূপে দক্ষিণ আমেরিকানগণের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করেন না। তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিপদাপন্ন হইতে হইত। আমেরিকানগণ বলেন যে এই নিমিত্ত ইংরাজেরা আলবামা নামক রণতরী গোপনে পাঠাইয়া দিয়া উত্তর আমেরিকান গণের বিস্তর অনিষ্ট করেন। যুদ্ধের অবসান হইলে আলবামা রণতরী দ্বারা তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হয় বলিয়া আমেরিকানরা ইংলণ্ডের প্রতি বিপুল অর্থের দাবি করেন। এপর্য্যন্ত ইহা লইয়া বিস্তর তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়া তদপরে এটী নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত উভয় পক্ষ হইতে শালিস নিযুক্ত হয়, কিন্তু এক্ষণ যেরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে শালিস দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি হওয়া কঠিন। আমেরিকানগণ এক্ষণ বলিতেছেন যে ইংরাজেদের কর্ত্তৃক তাহাদের দুইরূপে ক্ষতি হয় প্রথমতঃ বিস্তর দ্রব্যাদি নষ্ট হয় দ্বিতীয়তঃ বিপক্ষকে সাহায্য করাতে যুদ্ধ নিঃশেষ হইতে বিলম্ব হয় তন্নিমিত্ত বিস্তর ব্যয় বাড়িয়া পড়ে। এইরূপে হিসাব করিয়া আমেরিকানগণ ইংলণ্ডের নিকট দুইশত কোটি টাকা পাওনা করিয়াছেন। ইংলণ্ড এ হিসাবের প্রতি আপত্তি করিতেছেন, সুতরাং যে পর্য্যন্ত এবিষয়টি স্থির নাহয়, তত দিন আলবামা ঘটিত প্রস্তাবটি নিষ্পত্তি হইবে না।

ফল এটী যে সহজে এক্ষণে নিষ্পত্তি হইবে তাহা বোধ হয় না। এক ইংলণ্ডের এ টাকা গুলি দিতে পারিলে সব মিটে যায় কিন্তু ইংলণ্ড এত টাকা দিতে পারেন না। তা[illegible] টাকা না দিয়া যদি হাতে পায় ধরিয়া মি[illegible]

হইতে পারেন ইংলণ্ড তাহার ত্রুটি করিবেন না, এবং আমেরিকানগণ সম্ভবতঃ তাহা শুনিতেন কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বাধা ঘটিযাছে। রুসিয়ান গণ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার বিচ্ছেদ করিয়া দেওয়ায় তাহাদের ইষ্ট এবং রুসিয়ার একজন দুত আমেরিকায় গিয়া এবার এ বিবাদটি মিটাইতে দেন নাই। রুসিয়া এক রূপ স্থির করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের সঙ্গে এক হাত বুঝিবেন কিন্তু এক জন সহায় ভিন্ন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এই নিমিত্ত তাহার আমেরিকাকে হাত্ত করার ইচ্ছা হইয়াছে।

তবে আবার আর এক কথা উপস্থিত। ফ্রান্সপ্রুসিয়া যুদ্ধে আমেরিকানগণ তলে তলে ফারাশিশদিগকে সাহায্য করায় যুদ্ধ নিঃশেষ হইতে বিলম্ব হয়, প্রুসিয়া এক্ষণ সেই দাবি আমেরিকানগণের উপর করিতেছেন। এটি প্রকৃত হইলে যুদ্ধ বাধিবার আর একটি নুতন কারণ বাহির হইতে পারে, অথবা আমেরিকানগণ নিজের বিপদ দেখিয়া ইংলণ্ডের সঙ্গে মিটাইতে পারেন।

গত মঙ্গল বারে টাউন হল গৃহে লড মেয়োর অপঘাত মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করণার্থে কলিকাতা বাসী এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হন। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় এই মর্ম্মে তিনটি প্রতিজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়। প্রথমতঃ লর্ড মেয়োর মৃত্যুতে সকলের আন্তরিক শোক উপস্থিত হইয়াছে। লর্ড মেয়োর নানাবিধ গুণে এ দেশীয়গণ তাঁহার নিকট বিশেষ বাধিত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ লর্ড মেয়োর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের যে অসীম শোক হইয়াছে তন্নিমিত্ত সমদুঃখ বেদিতা সুচক এক খানা পত্র লেডী মেয়োর নিকট প্রেরণ করা সভার উদ্দেশ্য। তৃতীয়তঃ লর্ড মেয়োর স্মরণার্থ কোন রূপ চিহ্ন স্থাপিত করা কর্ত্তব্য ও তন্নিমিত্ত একটি চাঁদা সংগ্রহ করিতে একটি সভা বসিবে। উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে বক্তৃতা দেন। লর্ড নেপিয়ারের বক্তৃতাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বাবু দিগম্বর মিত্র দেশীয়দিগের মনোগত ভাব বক্তৃতা দ্বারা সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেফটেনাণ্ট গবর্ণরও একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু দূর্ভাগ্য বশতঃ তাহার কথা অনেকে বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। আমরা শুনিলাম অনেক সম্প্রদায়ের লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন না ও ইহাতে আমরা দুঃখিত হইলাম।

We have much pleasure to announce to our countrymen that a Political Association to be called the "Burdwan Association" was established last sunday at Burdwan. About 70 gentlemen, the *elite* of Burdwan, were present on the occasion and we are told with the exception of about a dozen the members were all independant men Doctors, Pleaders, Zemindars &c. The Dacca meeting was no doubt in a grander style, but then Burdwan is a very poor place and at present made more wretched on account of the epidemic fever. The first duty of the association shall be no doubt to protest against the new Muffusil Municipalities Bill, and we believe, the members have already drawn up a memorial to Government to that effect. It is necessary that the association should have a separate Hall of its own and we hope the members will exert with their whole heart to supply this difficiency. After Dacca comes Burdwan, and whose turn next it shall be ? we believe Berhampore.

Assassination and its Remedy.—The appointment of several Mahamudan gentlemen of late to the post of Sub-Registrar has given brith to several rumours. Of course we do not credit them, neither do we think it possible for a Government having a desire to exist to act with such foolishness, timidity and meanness. Certainly it is not possible for a powerful Government and intelligent and politic nation to bribe and purchase the disaffected, for that would be holding a premium to crime, and undermining the very foundation of the British India Government. We would not dwell at length on this absurd subject, but we fear there is actually a desire on the part of some of the Government servants and members of the English Press to bribe the whole Mahamudan community, because two of them murdered two high English Officials Even our own energetic Lieutenant Governor so far forgot himself as to recommend in one of his numerous education minutes, inmediately after the murder of the chief justice, the creation of a seperate Arabic college for the Mahamudans, stating distinctly that the Mussalmans deserve some special consideration. Mr. Hunter wrote with his powerful pen evidently to conciliate the Mahomudans that they are not well treated by the Government. After all thse, Government actually goes on to favor and flatter the race, may not the Mahomudans come to the very natural conclusion that more the number of murders the more the reward. May not the peaceful Hindoos learn a fine lesson from the above moral and hanker after Government rewards ? We do not at all object to the reward of deserving Mahomudans, but if Govt follows the detestable policy of rewarding a race because one of them assassinnated a high officer, that would most assuredly increase assassins in a geometrical ratio. Hindoos, Mussalmans Parsees, Kookas and numerous other peaceful sects would at once come to the conclusion that the surest of gaining the favor and good opinion of Government is to murder one of its European servants.

No, it will not do to increase the thirst of other fanatics and create the thirst of the Hindoos for murder. Government will make another geat blunder if it expects to conciliate the fanatics by bribing the community of Mahomudans. The Wahabees who preach and practise *jehad* and bad will to all *kaffiers* are Mahomudans no doubt, but they are a quite distinct sect, distinct from the general body of Mussalmans. They are in short protestants. and protest against the worship of the great Prophet and the numerous *pirs* or saints and the feeling is more bitter by far between the Catholic and Protestant Mahomudans than between Catholic and Protestant Christians. They never confide in each other, never meet in friendly terms but to quarrel and discuss theological matters, never eat or associate together and form alliances of any kind; if there is any feeling between the two sects it is that of jealousy and hatred and not that of friendship. If Government rewards the general community of Mahomudans it may not please the Wahabees, and now a days it will be impossible to distinguish one sect from the other, for nobody with a true Wahabee feeling will ever confess that he is one. So if assassinations deserve reward under the British Government, Goevrnment in its zeal to do the duty properly, energetically and fully may reward the wrong party. Of course it will be unpardonable to fall into such a grievous error.

We must not forget however that there are others who would stoop to cruelty even torture to prevent the recurrence of the crime. The belief that capital punishment is a deterrant is gradually losing ground. Abdulla was dealt with the severest penalty of the law but still that did not deter Sher Ali to commit murder again. It is thought therefore that if capital punishment does not prevent a man from committing murder, torture, disgrace, breaking one's caste or taking away the hope of salvation may; but we believe the Koran like other inspired books abounds in contradictory and ambiguous passages, and designing Moulovees, intent upon instigating fanatics to commit murder, may easily find *fátwás* and thus easily neutralize the pig skin and cremetion policy of Government. As regards the policy of torture, the less is said the better. We hope those who advocated it at a time of passionate excitement will be ashamed of it hereafter in their cooler moments. Torture in the 19th century by Christians and enlightened Englishmen would be an event indeed. We trust

Englishmen strtcken down by sorrow at the lamented death of Lord Mayo will not so far forget themselves as to advocate a detestable policy which will bring eternal infamy to the first and most enlightened nation in the world. And when did torture deter fanatics and sober them down? Either torture increases their number and zeal or the history of the whole universe is a lie from the begining to the end. Those who would adnocate this barbarous policy should take a lesson of Christian charity and forgiveness from the children of the lamented deceased, who we are told on the receipt of the melancholy intelligence sent in a message to the assassin expressing a wish that Heaven may forgive him. We can conceive that the time has not as yet come for Englishmen to think calmly on the subject, but we trust that our Rulers will at last come to see neither conciliation by reward nor punishment by tortures is an appropriate remedy to check the growth of assassins and fanatics. Let it be always borne in mind that a Goaernmet should never loose its temper or presenec of mind. Let the Government as usual do its duty only let there be an improvement in the tone of its policy. Let the Government be more just, less exacting, less selfish and more confiding and we doubt not the atmosphere by this simple remedy will be purged out of its murderus aura. We fear Abdulla has set a bad example and Sher Ali caught the infection from him and possibly the Fenian who attempted the life of our Gracious Queen from both; but such a state of thing cannot contiue long. The English people have passed upwards of a hundred years in this country amidst hundreds of millions, but the people never murdered them and our Rulers need not be nervous now. Just now the atmosphere may be infected, but we believe all that is necessary now is to keep the highest officers of the State, the Lieutenant Governor of Bengal and the Governors of other Presilencies where there are Wahabees and other high Officers properly guarded for some time.

Education in India.—The present attitude of Government towards the education of the natives is anything but satisfactory. It was the Government of Lord Lawrence which had the pleasure to announce to the civilized world that education was quite the people's concern, Government was not bound to support it. Lord Mayo's Government went still further and did something more alarming. It stopped the statescholarships, which cost almost nothing to the the state, on a most frivolous ground; and had nearly laid axe at the root of the high education. But we do not so much fight for the thing as for the principle. The English people profess that they govern India for Indian's good. This is the only reason they say, why they are at all here. Let them then act conformably to this noble profession. We do not ask any favor from them. We are milked to the last drop, our revenues are annually squandered away without our consent, we do not murmur at that, and yet, perhaps, no nation on earth is so little cared for by its Government. Is there a nation so patient, so industrious, so loyal and so enslaved? Even the Carolina slave has a right to vote, the Liberian negroes have their own Government, but we, with the Aryan blood flowing into our veins, must ever learn to bow down. Only a trifle is spent by our Government for the purpose of education and it seems to repent for its generosity. If European states maintain education where its value is appreciated, the British India ought to do something more if it really wish for the good of the people. Even the Italians, the least civilized nation in Europe spend one-tenth of their whole revenue for education, while our Government pays scarcely a hundredth part and it is always eager to take credit for this liberality. One simple fact the Government must not forget. The money it spends in India does not come from England but is *ours* and strictly *ours*. Therefore when we want education above all other things, the Government ought to give us that at any reasonable cost to the state. And then education is not for our good alone but benefits the British India Government as well. But supposing it does not, still those who give money must receive something in return which they can strictly call their own. It is true that in the administration of law and justice, it costs Government one million, but if Government is to thank any body for this, it must thank its own august self. The High Courts of Bombay, Madras Bengal, and Allahabad are supported at a cost of about 30 lacs. The 850 servants of the Covenanted Civil service swallow up a sum, the actual amount of which we have no means of knowing. If the natives were not deprived of their natural rights, we make bold to say that the administration of justice would be at least selfsupporting. Government it is true, spends ten millions or more in Public works, Railways &c. but these works are remunerative as may be seen by the increase of the customs duty and land revenue. The Millitary Department is too sacred to be handled by us. We shall only remark that while England spends only something above one-sixth of the whole revenuue, our Government entrusted as it is with money belonging to a nation politically dumb, freely spends about one-third for the maintenance of the army. If there be any department to which the people have any concern, it is the education deparment. Reduce the expenses for the administration of justice, only few will complain, put a stop to the Public works department, no body will mourn its loss, abolish the army, the joy of the people will know no bounds, in short, if government were to withdraw its support from all other departments, it is the British people who will suffer much more than the natives of the soil.

মিউনিসিপালিটি বিল।

সেস্‌করের অত্যাচার অগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত না হইতে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর দেশে আর একটী অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। সম্ভবতঃ এটী অত্যাচার সম্বন্ধে সেসকরকে পরাভুত করিবে। এই আইনের বিষয় আমাদের পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এই আইনের দ্বারা লোকের উপর যে কত উৎপাত হইবে, তাহা দেশের লোকে আজও না ভাবিয়া থাকিতে পারেন। লর্ড মেওর অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁহারা অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা উপরে যেমন বলিয়াছি বাস্তবিক দেশে আর একটী অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে চলিল। পূর্ব্বে কলিকাতার ন্যায় প্রধান২ নগরে এই আইন প্রচলিত ছিল। পরে মফঃস্বলে প্রধান২ নগর, বাজার, ও গ্রামে উহা বিস্তৃত হয়। মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থান সমুহের রাস্তা ঘাট পরিস্কৃত ও সংস্কৃত রাখিবার ও শান্তি রক্ষার নিমিত্ত নগর ও গ্রামের অধিবাসীদিগের উপর ট্যাক্স নিয়োজিত হয়। এই ট্যাক্স বড় অধিক ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি উহা দীন দরিদ্রের নিকট কষ্টকর হয়। এই আইন এখন গ্রামে২ প্রচলিত হইতে চলিল। পূর্ব্বকার আইন রহিত হইয়া মফঃস্বলের নিমিত্ত একটী আইন হইবে ইহা দ্বারা অধিবাসীদের উপর নানা রকমে ট্যাক্স বসিবে এবং ট্যাক্স দ্বারা সংগৃহীত অর্থে নগর ও গ্রাম সমুহের নানা রূপ কার্য্য হইবে। আমরা আগে ট্যাক্সের সংখ্যা গুলি দিতেছি।

[১] অবস্থা ও সম্পত্তি বিবেচনায় ব্যক্তিগণের উপর ট্যাক্স। এই ট্যাক্স শুদ্ধ মানুষের শরীরের উপর হইতেছে। কোন নগরে কি গ্রামে কোন ব্যক্তির ১০ টী বাড়ী আছে। সে দশটী বাড়ীর জন্যে ত ভিন্ন২ ট্যাক্স লাগিবেই। ইহা ছাড়া সেই ব্যক্তির ঐ দশটি বাড়ী আছে বলিয়া তাহাকে আর এক ট্যাক্স দিতে হইবে। আইনে বলিতেছে সুরক্ষিত হইবে বলি[illegible] টাক্‌স লাগিবে।

[২] ঘর কোটা ও ভুমির বার্ষিক মুল্যে[illegible] উপর টাক্‌স। কোন ঘর, কোটা ও ভুমি ভা[illegible] দিলে বৎসরে যত ভাড়া পাওয়া যাইতে পা[illegible] সেই হইল বার্ষিক মূল্য, আবার পাঁচ কাঠা জ[illegible]

উপর আমার একখানি ঘর আছে, আমাকে ঐ পাঁচ কাঠা জমির ট্যাক্সও ঐ ঘরের ট্যাক্স উভয়েইদিতে হইবে।

[৩] গবর্ণমেণ্টের ও বিক্রেয় হাতী ঘোড়া গাড়ী ভিন্ন সমুদয় হাতী ঘোড়া ও গাড়ীর উপর ট্যাক্স

[৪] বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের উপর ট্যাক্স।

ইহার অন্তর্গত সদাগর, বণিক, পোদ্দার, মহাজন দোকানদার, চিকিৎসক, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি।

[৫] ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উৎসব ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার উৎসবের উপর ট্যাক্স।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ইত্যাদিতে হাতী ব্যবহার করিলে অথবা বাজি পোড়াইলে প্রতিদিন ১০০ টাকা; উৎসবে ২০০ লোকের বেশী উপস্থিত হইলে প্রতিদিন ৫০ টাকা ৫০ জনের অধিক হইলে ১০ টাকা, ৫০ জনের কম হইলে ২ টাকা দিতে হইবে।

[৬] হাটে বাজারে বিক্রেয় দ্রব্যের উপর ট্যাক্স।

অর্থাৎ মাছ, তরকারি ইত্যাদি বিক্রেতাদের ট্যাক্স দিতে হইবে। ইহা ছাড়া জমিদারের খাজনাও তোলা রহিল।

[৭] গাড়ী ও বলদের উপর ট্যাক্স।

এই ট্যাক্স গুলি দ্বারা এই এই কায হইবে।

[১] রাস্তা ও পুল বাঁধা ও মেরামত করা।

[২] যাহাতে সাধারণ লোকের সুখ, স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা হয় তাহার বিধান করা। অর্থাৎ জলের বন্দোবস্ত, চিকিৎসালয় স্থাপন, নগর পরিস্কার করা ইত্যাদি।

[৩] বিদ্যাশিক্ষা বিস্তার। পাঠশালা, স্কুল সংস্থাপন।

[৪] দুর্ভিক্ষ সময়ে দুঃখীলোকদিগকে সাহায্য করা।

[৫] নগরের শান্তি রক্ষার জন্য পোলিশ রাখা।

পাঠকগণ ভাবিতেছেন এই ট্যাক্স দিলে আর কোন রূপ ট্যাক্স দিতে হইবেনা। কিন্তু তাহা নহে। ইহা ছাড়া ইনকমট্যাক্স ও সেস কর আছে। যদি কোন স্থানে আমার ২০ বিঘা জমি থাকে এবং তাহা হইতে আমার বৎসর ৮০০, শত টাকা উপার্জ্জন হয়, তাহা হইলে ৭৫০ টাকার বেশী লাভ হয় বলিয়া ইনকমট্যাক্স, ভুমির উপসুত্ব বলিয়া সেস কর, ভুমি আছে বলিয়া এক ট্যাক্স, ভুমির ভাড়া বলিয়া আর এক ট্যাক্স, ভুমিজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলে আর এক ট্যাক্স, বলদেকি গাড়িতে ঐ দ্রব্য বাজারে লইয়া গেলে আর এক ট্যাক্স—এই কয়টি ট্যাক্স আমার দিতে হইবে। মফস্বলে এই আইনের দ্বারা যে কি অত্যাচার হইবে তাহা আর বক্তৃতা করিয়া বলিতে হইবে না॥ আমাদের ইহাই বুঝিলে যথেষ্ট হইবে, যে আমাদের ভোজন, শয়ন ভ্রমণ, বিবাহ আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহারই জন্য ট্যাক্স দিতে হইবে। সাড়ে সাত শত টাকা উপার্জ্জন করিলে নাহয় তাহা হইতে বৎসরে ১০ টা টাকা দিলাম। ভুমিতে লাভ পাই বলিয়া যেন আর কিছু দিলাম। ইহাতে আমরা এত দিন ভিটাজুড়ে ছিলাম। কিন্তু এইবার এই আইনে আমাদের ভিটা ছাড়া করিল। লেফেটেনেণ্ট গবর্ণর মধুর ভাষায় আমাদিগকে বলিতেছেন যে এই আইনের দ্বারা আমরা আপনাদের দেশ আপনারা শাসন করিতে পারিব, আপনাদের অর্থ আপনারা ব্যয় করিতে পারিব। এরূপ কথা শ্রুতি সুখকর বটে এবং এরূপ অনুগ্রহ আমাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু আইনের দ্বারা আগে ট্যাক্স বসাইয়া আমারদিগকে এভার দেওয়া কেন? যদি উক্তরূপ দেশ শাসনের ভার আমাদের উপর দেওয়ার সংকল্প যথার্থই হইয়া থাকে, তবে কোন প্রকার ট্যাক্স বসান না বসানর ভার আমাদের উপর দেওয়াই সংগত। আবার শাসনের ভার দিলে ভাণ্ডারটি ও আমাদের হাতে দিতে হয়, এবং ব্যয়ের ভার আমাদিগকে দিতে পারুন না পারুন ব্যয় করার সময় আমাদের কথা শুনিতে হয়। ব্যয় করার সময় যদি আমাদের কথা শুনা হয়, তবে এই আইনের প্রস্তাবিত কার্য্য সকলের জন্য আর নূতন কোন ট্যাক্স বসাইতে হয় না, বরং অনেক গুণা উঠিয়া যায়।

কিন্তু স্বদেশশাসন কথাটি যেমন কানে ভাললাগে কাযে তাহা হয় না। এখনকার প্রচলিত মিউনিসিপ্যালিটী দ্বারা আমরা শাসনের মজা ঢের পাইয়াছি। আর যে দেশ শাসনে আমাদিগকে কিছু দিনের মধ্যে ফকির হইতে হইবে তাহাতে আমাদের কায নাই। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকি। যাহাহউক পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই আইন প্রচলিত হইলে আমাদের সত্য সত্যই গৃহ ছাড়িতে হইবে। এখন আসন্ন বিপদের উপায় কি? হতাশ হইয়া বসিয়া থাকা কাপুরুষের কাজ। প্রতি বিধানের যে আশা নাই তাহাও নয়। গবর্ণমেণ্ট কি দেশ সমেত লোকের মতের বিরুদ্ধে একটা কাজ করিয়া ফেলিবেন? তবে এখন প্রতিবাদ করাচাই। ক্যাম্বেল সাহেবের যত দোষই থাকুক, তাঁহার একটী গুণ আছে যে তাঁহারে বুঝাইতে পারিলে তিনি শুনেন। এই বিল সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করার সময় দিগম্বর বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া তিনি তাঁহার উক্ত গুণের সুন্দর পরিচয় দেন। বিশেষ দেশ সমেত লোকে এক বাক্যে প্রতিবাদ করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে বধির হন না। উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রতিবাদের ফল অনেকটা পাওয়াগিয়াছিল। এই আইনে কি রাজা কি প্রজা সকলেরই সম্বন্ধ আছে। অতএব জেলায় জেলায় হইতে ইহার প্রতিবাদ করা হউক। আমরা শুনিলাম ঢাকা, রাণাঘাট বৰ্দ্ধমান হইতে ইহার প্রতিবাদ শীঘ্রই হইবে। আমরা যখনই মনে করিতেছি যে এই আইন নিরীহ অজ্ঞ গ্রামবাসীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোষণ করিতে আরম্ভ করিবে তখনই আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে।

মূল্য প্রাপ্তি॥

বাবু ঈশান চন্দ্র গুহ, গোয়ালপাড়া, ৭৯ সালের শ্রাবণের অর্দ্ধেক ৪

বাবু রাম লাল পালিত, বলরাম পুর, ৭৮ সালের মাঘ ৮

বাবু হরি চরণ চক্রবর্ত্তী, ঢাকা, ৭৯ সালের শ্রাবণ ৮

বাবু রাম গোপাল চৌধুরী, ওয়াইজ সাহেবের আফিস, ঢাকা, ৭৯ সালের আশ্বিন ২০

বাবু হর গোবিন্দ বিশ্বাস, বাজিত পুর ৭৮ সালের মাঘ ৯

বাবু প্রাণ কৃষ্ণ প্রামাণিক, ঘোষা, ৭৯ সালের জ্যৈষ্ট ৮

বাবু রাম কিশোর ঘোষ, বালিয়া, ৭৮ সালের মাঘ ৮

বাবু রতি লাল মুখো, বৈরাম পুর, ৭৮ সালের মাঘ ৮

বাবু রামচন্দ্র মিত্র, ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার ঢাকা, ৭৯ সালের শ্রাবণ ৮

বাবু বলরাম ঘোষ, পোষ্টমাষ্টার, ঢাকা, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবুউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ঢাকা, কলেজ ঢাকা, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবু অভয়া কুমার দাস, আসিষ্টাণ্ট কমিসনার, ঢাকা, ৭৯ সালের ভাদ্র ৫

রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, পথেুরিয়াঘাটা, ৭৯ সালের ভাদ্র ৬॥•

সংবাদ।

কলিকাতায় একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরীর মো-কদ্দমা সে দিন পুলিসে উপস্থিত হইয়াছিল। এক ব্যক্তি এক চাউলের দোকানে উপস্থিত হইয়া এক মণ চাউল ২৵ আনার দর করিয়া তাহা মাপাইয়া লয়, এবং বলে মুটের সঙ্গে দাম পাঠাইয়া দিব; তণ্ডুলবিক্রেতা ইহাতে সম্মত হইলে সে বাঁকি পয়সা লইয়া একবারে তিন টাকা পাঠাইয়া দিবে, এরূপ অঙ্গীকার করে। দোকানদার ইহাতে দ্বিধা না ভাবিয়া তাহাকে পয়সাও তণ্ডুল দিয়া মুটের সঙ্গে ছাড়িয়া দিল। অৰ্দ্ধপথে তণ্ডুলক্রয়কারী পয়সা লইয়া চম্পট। মুটে তণ্ডুল ঘাড়ে করিয়া ক্রেতাকে না দেখিয়া ফাঁপরে পড়িল। আস্তে আস্তে দোকানদারের নিকট আসিয়া অবস্থা অবগত করে। দোকানদার আর কি করিবে, ভেবাগঙ্গারামের ন্যায় ক্ষণেক কাল ভাবিয়া পয়সার মায়া ত্যাগ করিল। আর এক দিন উপরি-উক্ত প্রতারক আর এক তণ্ডুলের দোকানে তণ্ডুল মাপাইয়া ঐ রূপে পয়সা চাহিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত তণ্ডুল বিক্রেতার সম্মুখে পড়ে। সে তৎক্ষণাৎ ঐ ধুর্ত্তকে ধরিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। পুলিশে ঐ ধৃত ব্যক্তি এইরূপ এজাহার দেয় যে, সে অভিযোগকারীর নিকট হইতে তণ্ডুল ও পয়সা লইয়া যাইতেছিল বটে; কিন্তু কিছু দূর যাইয়া সে পশ্চাতে মুটেকে আর দেখিতে পাইল না। পরে সে দুই তিন দিন পয়সা দিতে আশিয়াছিল, কিন্তু দোকানিকে দেখিতে পায় নাই॥ এই কথা শুনিয়া মেজষ্টর সাহেব মোকদ্দমার ডিসমিস করিয়া দিলেন।

পোর্ট বেলয়ারে লর্ড মেয়োর হত্যাকারী সের আলীর বিচার হয়॥ গবর্ণর জেনারেলের মৃত্যুর পর ক্ষণেই হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে ব্যক্তি কে? তাহাতে সে উত্তর করে যে সে সেরআলী তার পিতার নাম উলি, বাটী খাইবারের নিকট জানরুদ॥ তদনন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেন সে এ কর্ম্ম করিল? সে বলে ঈশ্বরের আদেশে॥ তারে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার কোন সঙ্গী আছে কি না॥ সে কুছ মেরা সরিক কই আদমী নেহি মেরা সরিক খোদা হ্যায়॥ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে বলেন যে সে গবর্ণর জেনারলকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে চার্জ্জ করা হইয়াছে তাহার তদন্ত করা হইবে, তাহাতে আসামী উত্তর দেয় যে "হাঁ আমি হত্যা করিয়াছি" ॥ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদন্ত করিয়া আসামীকে দায়রায় সোপরদ্দ করেন॥ সোপর্দ্দ পূর্ব্বে আসামীকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় এখন সে যাহা স্বীকার করিবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে॥ ইহাতে সে বলে যে, এই অর্জ্জুন আমাকে ধৃত করিলে হাজার লোক আমার উপর আসিয়া পড়ে যদি সাহেবেরা বলেন যে তাহারা আমাকে হত্যা করিতে দেখিয়াছেন, তবে আমি হত্যা করিয়াছি॥ যদি তাঁহারা না দেখিয়া থাকেন তবে আমি করি নাই॥ আমি সাহেবকে খুন করি নাই। যদি সাহেবেরা বলেন আমি করিয়াছি, তবে আমি স্বী

কার করিব ॥ কিন্তু এক জন কালা লোকের এজাহারে আমি স্বীকার করিব না ॥ এক জন কালা আমাকে ধৃত করে, আর হাজার লোকে বলিতেছে আমি খুন করিয়াছি। আমার কোন সাক্ষী নাই ॥ তাহার ফাঁশীর হুকুম হওয়ার পরে আসামী বলে যে তাহার কিছু বলিবার আছে। সে বলে এ অতি ক্ষুদ্র বিষয়। আমার ফাঁশীর দিনে আমি সব কথা বলিব। যদি আমি এখন কিছু বলি তাহা হইলে তোমরা বলিতে পার যে আমি আমার জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতেছি॥ যে ব্যক্তি হত হয়, সে ঈশ্বরের আদেশেই হত হয়॥ এবং ঈশ্বর জানেন, কোন ব্যক্তি এই আঘাত করিয়াছে ॥ আমার ফাঁসীর দিনে যদি জজ সাহেব উপস্থিত না থাকেন, তবে যে কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিবেন, তাহার নিকট আমার কথা কহিব এবং তিনি তাহা লিখিয়া রাখিবেন, আমি এখন কিছু বলিব না ॥ বিচার সমাপ্তে হুকুমের পুর্ব্বে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাহায় কোন জওয়াব আছে কিনা। তাহাতে সে বলে, গত রাত্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আমি হত্যা করিয়াছি কিনা তাহাতে আমি উত্তর দেই, ঈশ্বর জানেন। জজ সাহেব এখন তদন্ত করিয়াছেন, এবং এবিষয়ে তাহার নিজের মত ব্যক্ত করিবেন। পরলোকে একটী হিসাব রাখা হইবে এবং তখন সকলে সত্য জানিবেন। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

গত জানুয়ারী মাসে বোম্বাই হইতে ৫৮৭২১ মন তুলা, নানা স্থলে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার আনুমানিক মুল্য ১৩৬৫৯২১৬ টাকা।

রাজ কুমারের আরোগ্য লাভে ভারতবর্ষে নানা স্থানে আনন্দ প্রকাশ সূচক সভা সকল হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় রাজা কালী কৃষ্ণ দেব বাহাদুর রাজ বাটীর দেব মন্দিরে নূতন সংস্কৃত শ্লোক বর্ণনা করিয়া রাজপুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে ঈশ্বর উপাসনা করেন ॥ যশোর ঢাকা রানাবাট পিরিজ পুর মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানেও এই রূপ সভা বসিয়া ছিল। ঐ সম্বন্ধে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি স্থানাভাবে আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না ॥

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মদের মধ্য হইতে কতকগুলি ব্রাহ্ম বাহির হইয়া যাইতেছেন। ইঁহাদের পরস্পরের অনৈক্য হওয়ার আর কোন কারণই নাই, কেবল স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা লইয়া। ব্রহ্ম মন্দিরে স্ত্রীলোকদের উপাসনা করার স্থান আবৃত আছে। কতকগুলি ব্রাহ্ম তাঁহাদের স্ত্রী কন্যাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে বসাইতে চান। শুনিতে পাই কেশব বাবু তাহাতে আপত্তি করেন। পূর্ব্ব লিখিত ব্রাহ্মরা তাঁহাদের পরিবারবর্গকে আবৃতস্থানে বসাইতে কপটতা মনে করেন। সুতরাং ব্রহ্ম মন্দির হইতে তাঁহারা বহির্গত হইয়াছেন। শুদ্ধ এইরূপ এক সামাজিক তর্কের জন্যে না কেশব বাবু দেবেন্দ্র বাবুর সমাজ হইতে বাহির হন?

রাজ পুত্রের আরোগ্য লাভে বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে এক আনন্দসূচক পত্র লেখেন। সেক্রেটারি সেই পত্রের উত্তরে কেশব বাবুকে লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁহার পত্র মহারাণীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। মহারাণী কেশব বাবুর রাজভক্তি ও আনন্দসূচক বাক্যে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে রাজ পুত্র ক্রমেই বলাধান হইতেছেন।

লাহোর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছন যে গবর্ণর জেনারলের মৃত্যু সংবাদ যখন লাহোর পোঁছিল তখন পুলিশ সাহেব এক হুকুম বাহির করিলেন যে ঐ দিনে কেহ বিবাহ কি কোন আমোদ প্রমোদ করিতে পারিবে না। যদি কেহ করে তবে তাহাকে ৫0 টাকা জরিমানা দিতে হইবে॥ এক জন ধনী ব্যক্তির ঐ দিন বিবাহের দিন স্থির হয়॥ তিনি বলিলেন যে তাহাকে যে গতিকে হয় ঐ দিনে বিবাহ করিতে হইবে॥ পুলিশ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা লইয়া বিবাহ করিতে অনুমতি দেন॥ এটী কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না তবে পুলিশের দ্বারা যে কতদূর কি হইতে পারে তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

বরদার অধিপতি (গুইকার) তাঁহার রাজধানীর জন সংখ্যা লওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন যে নগর বাসীরা তাহাদের আপন আপন গৃহের দ্বারে অতি প্রত্যূষে আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, সংখ্যাকারীরা সেই সময় আসিয়া গণনা করিবে। এ এক নূতন ধরণের জন সংখ্যা লওয়া বটে।

গত বৎসর ব্রিটিশ সেনাদল হইতে কুড়ি লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মদ্য পানের জরিমানা স্বরূপ আদায় করা হইয়াছে।

নোয়া নগরের জাম ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়াসনে ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে লক্ষ্মৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রোফেসর বাবু রাজ কুমার সর্ব্বাধিকারী ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত সত্বর ইংলণ্ডে যাইবেন। ক্যানিং কলেজের বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার দে যিনি উক্ত কলেজ হইতে এবার অনর পরীক্ষা দিয়াছেন তিনি ও সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত যাইতেছেন।

চন্দন নগরে যে ঘোড় দৌড় হইয়াছে তাহাতে এক জন রেলওয়ের ড্রাইভার দর্শ হাজার টাকা জয়ী হইয়াছে॥

জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার যাহারা ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক।

একখানি ইংরাজী কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে যে আল বামা জাহাজ দ্বারা ইংরেজেরা আমেরিকানদের যে ক্ষতি করেন তাহা পূরণার্থে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট দুইশত কোটি টাকা দাবি করিয়াছেন জারমেনেরা যুদ্ধের ব্যয়ের বাবদ ফরাসীদিগের নিকট যে টাকা এদাবি তাহা অপেক্ষা ও অধিক॥ ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা শুনিয়া একবারে অবাক হইয়া গিয়াছেন।

পাতিয়ালার মহারাজ লর্ড মেয়োর স্মরণার্থে পঞ্জাব ইউনিবরসিটী কলেজে একটী ছাত্র বৃত্তি স্থাপনের জন্যে পনর হাজার টাকা দান করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

বলরাম পুরের মহারাজা এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, যে সকল দরিদ্র লোক তাঁহার নিকট আহার ও শীত বস্ত্র যাচ্ঞা করিতে আইসে, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখান যাইবে এবং বালকেরা যাবৎ লেখা পড়া শিখিবে, তাবৎ তাহাদের পিতা মাতাকে ভরণ পোষণ করা যাইবে। এখন দরিদ্র লোকে ভিক্ষা ব্যবসায় ছাড়িয়া লেখা পড়া শিখিলে হয়॥

বেঙ্গল টাইমস অক্ষেপ করিয়াছেন যে বাঙ্গলায় তুলার চাস ক্রমেই কম হইতেছে এবং ঢাকার প্রসিদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য মল মল কাপড়ের বয়ন ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে। মাঞ্চেষ্টারের থানের আমদানিতে তাঁতির অন্ন মারা গেল।

গত মঙ্গলবারে লেডীমেয়ো কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে যাত্রা করিয়াছেন।

পর্ত্তুগালের রাজ পুত্র আগষ্টাস গোয়া হইতে বোম্বাইয়ে আসিতেছেন।

রাজ পুত্রের আরোগ্যের লাভের স্মরণার্থে বরদার গুইকার কোন মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিতে সংকল্প করিযাছেন।

ইটালীর এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষবেত্তা স্থির করিয়াছেন যে ১৮৭৭ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে পৃথিবী বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইবে। একটি ধূমকেতু দ্বারা উহা বিনষ্ট হইবে।

আমেরিকার অধিকাংশ লোক ইংরেজদের উপর অত্যন্ত চটা॥ বিশেষতঃ আমেরিকায় যে সকল আইরিস বাসন্দা আছে তাহারা ইংরেজের নাম শুনিয়া চটিয়ে উঠে ॥ আলবামা রণতরী সংক্রান্ত কথা বার্ত্তা আমেরিকায় প্রায় প্রতিঘরে হইতেছে॥ আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট একরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে হয় ইংলণ্ড তাহাদিগের ন্যায্য টাকা দিবেন নতুবা তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ আমেরিকার দেশ সমেত লোক প্রায় এক জুঠ হইয়াছে ও তাহাদিগের গবর্ণমেণ্টকে যথা সাধ্য সাহায্য করিতে ক্রুটী করিবে না। যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বিবাদ বাধে, তবে আমেরিকার নিকটবর্ত্তি ইংলণ্ডের যে সকল অধিকৃত দেশ আছে, সম্ভবতঃ তাহার আশা ইংলণ্ডের পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকট এক জন কাবুলীকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় ॥ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে তাহার বড় সাহেবকে দেখার ইচ্ছা আছে কারণ তাঁহার নিকট সে পেন্সনের দরখাস্ত করিবে। এব্যক্তিকে পুলিশে দেওয়া হইযাছে॥

প্রেরিত

মহাশয় গরুর অত্যাচারে আমাদের সর্ব্বনাশ হইল। এখানে জন কয়েক ভদ্র লোকের উদ্যোগে একটি খোয়াড় হয়। আমরা বাসন্তি খন্দ প্রচুর পাইতাম। কিছু দিন পরে শুনিলাম খোয়াড়টি উঠিয়া গেল, কারণ খোয়াড়ের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছে। আমরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট অনেক দরবারে আবার খোয়াড়টি বসাইলাম। খোয়াড়ের আয় মাঘ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত। আমাদের দরবার করিতে করিতে আয়ের কয়েকটি মাস অতিবাহিত হয় এবং যখন লোকে আপনি আপনি গোরু বান্ধিয়া থাকে সেই সময় খোয়াড় বসানের হুকুম হয়। কিছু দিন পরে মাজিষ্ট্রেট দেখিলেন যে আবার ক্ষতি হইতেছে, আবার উহা উঠিয়া গেল। আমরা আবার খোয়াড়ের নিমিত্ত দরবার করিতে আরম্ভ করিলাম॥ আমরা স-

কল প্রজায় গবর্ণমেণ্টে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইলাম যে খোয়াড়ে যে ক্ষতি হইবে তাহা আমরা দিব শুল্ক দিব না আমানত করিতে প্রস্তুত হই। তবে বলি যে খোয়াড় রক্ষক যে নিযুক্ত হইবে সে আমাদের কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে। আমরা এ আপত্তিটিও ছাড়িয়া দেই খোয়াড়ে যে ব্যয় পড়িবে আমরা তাহা সমুদয় দিতে চাহি, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তথাচ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না।

এক জন দুঃখী প্রজা॥

বিগত ২৭ শে ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস মহোদয়ের আরোগ্য লাভ উপলক্ষে যশোরস্থ জনগণ উৎসবের একশেষ করিয়াছেন। বোধ হয় কলিকাতা ভিন্ন এরূপ সাড়ম্বর উৎসব আর কোথাও হয় নাই। এবং বোধ হয় ইত্যগ্রে যশোরেও কোন পর্ব্ব বা উৎসবোপলক্ষে এত লোকের একত্র সমাবেশ হয় নাই। এই ব্যাপারের কার্য্য বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৭। ৮ ম ঘটিকারসময় নগরের চতুর্দ্দিকে কাড়া দিয়া ঘোষণা করা হইল। অপরাহ্ন ১ ঘটিকা হইতে দলে ২ কাঙ্গালী জড় হইতে লাগিল। তৎপর উদ্যোগকারী মহোদয়েরা একত্রিত হইয়া চাঁচড়ার রাজা বরদা কণ্ঠ রায় বাহাদুরের কাছারির বাটিতে উপস্থিত হইলেন। ইত্যগ্রেই কাছারির দালান ও প্রাঙ্গনে গালিচা সতরঞ্চ প্রভৃতি দ্বারা বিছান। ও প্রাঙ্গনোর্দ্ধভাগে চন্দ্রাতপ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাগুক্ত মহোদয়গণের সমভিব্যাহারে ও তৎ পশ্চাৎ ভদ্র বিশিষ্ট লোকেরা আসিয়া সভাস্থলে উপবেশন করিলেন। প্রায় সাড়ে চারিটার সময় লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সকলে নিস্তব্ধ হইলে পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

প্রথমে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গা চরণ সরকার মহাশয় সংক্ষেপে সভার উদ্দেশ্য বর্ণন পূর্ব্বক একটী সারগর্ব্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

তৎপর শ্রীযুক্তবাবু চন্দ্র শেখর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বিষয়িণী একটী বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিলেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বসুর ও ব্যাখ্যার সহিত যুবরাজের আশীর্ব্বাদ সূচক তিনটী সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ও শ্রীযুক্ত সীতা নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচিত সাতটী সানুবাদ সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিলেন।

তাহার একটী এই—

জয়তু জয়তু সাধুঃ সর্ব্বদা রাজশান্তিঃ।
জয়তু জয়তু রাজ্যং সাধু ভিক্টোরিয়ায়াঃ॥
জয়তু জয়তু ভদ্রং শাসনং ব্র টনস।
জয়তু জয়তু সখ্যং রাজ্ঞ্যাঃ প্রজাভিঃ সহ॥
শান্তিঃ, শান্তিঃ শান্তিঃ,

তৎপর এই গানটী গীত হইল।

সঙ্গীত।

রাগিণী জঙ্গলা-তাল তিওট।

গাও তাঁর গুণ আজ মিলি সকলি।
বল সমস্বরে, প্রেমানন্দ ভরে, জয় জগদীশ বাহু তুলি।
যাঁর নামেতে হয় শমন শাসন, রোগ শোক তাপ দুখ, করে পলায়ন। যে জন অমঙ্গল হতে, মঙ্গল বিতারে, দেও পদে তাঁর প্রীতির অঞ্জলী।
চন্দ্র তারকাদি যাঁর নিয়মে, অপরূপ ভবমাঝে সতত ভ্রমে। যিনি দয়ায়যুবরাজে বাঁচালেন জীবনে; যাঁরে ডাকে সবে দয়াময় বলি।

তৎপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতা নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র বিরচিত একটী বাঙ্গলা প্রার্থনা পাঠ করিলেন।

পরিশেষে আর দুইটী গীত হইল।

তাহার একটী এই—

গান।

রাগিণী বাহার তাল আড়া।

ভারত সন্তানগণ সানন্দ অন্তরে।
গাও প্রেম ময় গুণ, প্রেমরস ভরে॥
(কিবা) সুমঙ্গল সমাচার, আসিল ভারতে।
যুবরাজ বেঁচেছেন সঙ্কট রোগেতে॥
যাঁহার কৃপায় সুখী ভারত ঈশ্বরী,
আনন্দে মজিয়া সবে ডাক হে তাঁহারে।
(আজি) মিলিয়া সুহৃদগণ এক তানে সবে।
কাঁপাও হিমাদ্রি সিন্ধু জয় জয় রবে॥
বিভুর মহিমা গানে ভেদিয়া গগনে: টলাও আসন তাঁর সবে সমস্বরে।

সংগীত পরিকীর্ত্তিত হইলে পর সভাসীন সমস্ত লোক কাছারি বাটি হইতে বহির্গত হইলেন। তখন প্রতিপদ সঞ্চারে লোক সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে মিউনিসিপাল কমিটী বাড়ীতে সকলে উপস্থিত হইলেন। সেস্থল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অন্যূন ৭০০ শত উপায়হীন ব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া ঘন ঘন হরি ধ্বনি, তৎসঙ্গে ", জয় মহারাণী কি জয়" ইতাদি আনন্দ রব করিয়া ক্রমে দান গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রত্যেককে ✓১ সের চাউল ও ৵০ আনা পয়সা করিয়া প্রদত্ত হইল। পরন্তু অন্ধ খঞ্জদিগকে।০ আনা করিয়া দেওয়া হয়। এই ভাবে ৭ টা বাজিয়া গেলে কাঙ্গালী বিদায় শেষ হইল॥ ইতি মধ্যে দুই দলে সংকীর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপর সকলে একত্রিত হইয়া নগরকীর্ত্তনে বহির্গত হইলেন। সমুচ্চ সংকীর্ত্তন স্বরের সহিত হরিধ্বনি, শঙ্খনাদ, ও হুলুধ্বনি ঘন২ উত্থিত হইয়া সমস্ত নগর যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময় ছোট বড় জ্ঞান রহিল না, সহরের অতি উর্চ্চ পদস্থ লোক হইতে বার বনিতা ও বৈষ্ণবী প্রভৃতি সকলেই উন্মত্ত হইয়াছে। কেবলই আনন্দ-কেবলই উৎসব আমাদের রাজ্ঞী প্রতিনিধির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণাবধি সমস্ত নগর এ কয় দিন ম্রিয়মান ও নিরানন্দ ছিল॥ এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে সকলে সে শোকও বিস্মৃত হইয়া মহানন্দে মাতিয়াছিল॥ এদেশীয়েরা তাঁহাদের অধিশ্বরী, বা তদীয় তনয় প্রিন্স অব ওয়েলসকে দেখেন নাই; এরূপ উৎসব প্রকাশ করিতে কেহই তাঁহাদিগকে বাধ্য করে নাই, তথাপি হিন্দুরা এমনই রাজ ভক্ত, যে যুবরাজের আরোগ্য সংবাদকে যেন স্বস্ব বিদেশস্থ সন্তানের নিরাময় সংবাদ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এরূপ সরল ও অকপট আনন্দ ও রাজ ভক্তি প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। যাঁহারা এদেশীয়দিগকে রাজবিদ্বেষী মনে করেন, ২৭ শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা দেখিলে তাঁহারা আপনাদের ভ্রম দেখিতে পাইয়া অবশ্যই লজ্জিত হইবেন।

রাজ বর্ম্মে কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমন পূর্ব্বক সকলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত কাছারি বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন কাছারি গৃহ আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়াছিল। সেস্থানে অনেক ক্ষণ কীর্ত্তন হইল। নগর ভ্রমণের সময় ও পরিশেষে রংমসাল, তুবড়ি, হাউই প্রভৃতি আতসক্রিয়া হইয়া রাত্র অনুমান ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

এই উৎসবের প্রস্তাবকারী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত মজুমদার এবং রামলাল বন্দোপাধ্যায়। এবং নিম লিখিত মহাত্মারা ইহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের কায়মনোবাক্য যত্নেই ইহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরন সরকার সবর্ডিনেটজজ
" " ক্ষেত্রনাথ বসু ছোট আদালতের জজ
" " ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় রামনগরের মেনেজার
" " কালী প্রসন্ন চৌধুরি সবরেজিষ্টর
" " কালী প্রসন্ন মজুমদার অবরসিয়ার
" " উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার মিউনিসিপল হেডক্লার্ক
" " সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় নর্ম্মেলস্কুলের হেডমাষ্টার
" " গৌরনারায়ণ রায় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার
" " জগবন্ধু ভদ্র ঐ দ্বিতীয় শিক্ষক
" " রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পণ্ডিত
" " সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত নেটিভডাক্তার
" " গোপাল চন্দ্র সেন ঐ
" " বামনদাস বসু মোক্তার
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেপুটী কালেক্টর
" " কৃষ্ণ বিহারী মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় মুনসেফ
" " আনন্দমোহন মজুমদার ডি, কালেকটর
" " সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সদর মুনসেফ
" " স্বরূপচন্দ্র মিত্র চাঁচড়ার পেস্কার
" " অভয়া চরণ পাণ্ডা ছোট আদালতের হেডক্লার্ক
" " উমেশচন্দ্র দাস সপ্তম শিক্ষক
" " বিপীন বিহারী ঘোষ ইনকম টাক্স ক্লার্ক
" " অম্বিকাচরণ মিত্র ক্লার্ক

উপরোক্ত পেস্কার মহাশয় সমস্ত তণ্ডুলের ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত বাজারের বড় বড় মহাজনেরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এই সংবাদটি পাওয়া গেলে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইত॥ যাহৌক এই অত্যল্প সময়ে স্থানীয় হাকিম উকিল মোক্তার আমলা প্রভৃতি মহোদয়েরা যথা শক্তি দান করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই উৎসবোপলক্ষে পায় দ্বিসহস্রাধিক লোক একত্রিত হন।

এই দিন মুসল মানেরা ওস্বতন্ত্র এক সভা করিয়া ঈশ্বরের প্রার্থনাদি করিয়া ছিলেন। ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট মৌলবি আজরাইল হক সাহেব বাহাদুর সেই সভার অধ্যক্ষ ছিলেন॥

বিজ্ঞাপন।

আমরা যশোহরে একটি ব্রাহ্ম সমাজ একটি মদ্যপান নিবারিণী সভা ও একটী দরিদ্র হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহার সকল কয়েকটীতে কিম্বা কোন একটিতে যোগ দিতে অথবা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন পত্র দ্বারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র
গৌরনগর ডাক ঘর।
১৮৭২। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি।

বিজ্ঞাপন।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত দ্বিতীয় বার সংস্করণ। ডাক্তর ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামতব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সারও তাহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের মতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুল ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়

অমৃত বাজার পত্রিকাযন্ত্রালয়।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে। কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে মুল্য ৷৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার ছিদেরাম বাড়ুর্য্যেরগলি ৫২ নং বাটিতে শ্রীযুক্তবাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

সঙ্গীত-সমালোচনী

আমরা সংগীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তার রূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ এস্রাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন। মুল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গার বাবু হর মোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট মুল্য পাঠাইবেন।

লেখ্য-বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এইপুস্তক খানি প্রকাশ হইয়াছে। মুল্য এক টাকা কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিধবা বিবাহ।

১৫ ১৭ ও ১৯ বৎসর বয়স্কা তিনটী তিলি জাতীয়া বিধবা কন্যা পুনর্ব্বিবাহিতা হইতে সম্মত আছেন, ইহারা কয়েটী সুশ্রী অতীব সচ্চরিত্রা।

১৫ ও ১৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা দুইটীর পিতা মাতা বর্ত্তমান আছেন।

১৭ বৎসর বয়স্কা কন্যাটির নিজের কিঞ্চিৎ সম্পত্তি আছে, এবং তাহার কেবল পিতা বর্ত্তমান আছেন।

পাত্র তিলি জাতীয় হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানার প্রয়োজন, তিনি জেলা পাবনা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার নিকটে নিশঙ্ক চিত্তে পত্র লিখিবেন।

১৮ ও ২৪ বৎসর বয়স্কা দুইটী রাঢ়ী শ্রেণীয় শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভবা বিধবা কন্যা আছে। তাঁহারা উভয়েই বাঙ্গালা সংস্কৃত ও কিছু ২ ইংরাজী লেখা পড়া জানেন। ইহাদের মধ্যে এক জন এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। দুই জনই অতীব সুশ্রী সুশীলা ও নির্দ্দোষ স্বভাবাক্রান্ত। সৎ পাত্র পাইলে বিবাহ করিতে পারেন। পাত্র রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। যে কেহ এ বিষয় কিছু লিখিতে চাহেন পাবনা শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা মহাশয়কে লিখিবেন।

বিজ্ঞাপন।

চরিতাষ্টক মুল্য৷৷০ } (১) রাজাকৃষ্ণ চন্দ্ররায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, (৪) কৃষ্ণ পান্তী, (৫) রাজারাম মোহন রায়, (৬) মতিপাল, (৭ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়। ইহাঁদের জীবন

পদ্যময় মুল্য ৵০ ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। এই সকল পুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটিতে,সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীময় ঘটক

NOTICE

READY SALE.

A DIGEST of the Acts and Regulation for the Subordinate Executive Service Examination—price Rs 8; also a COMPILATION of the Acts and Regulations for B. L. and Pleadership Examinations – price Rs 9. Apply to Hridoy Chundra Dass Manager of the Victori Press, 3, Bisshanath Mattylal's Lane, Bowbazars

উজীর পুত্র।

or

The Mysteries of the Court of ShahJehan.

প্রথম পর্ব্ব, মুল্য ৸৵০ আনা, ডাকমাসুল ৵০ কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

A. Novel full of Mysteries

in Bengali.

আমার গুপ্ত কথা, দ্বিতীয় পর্ব্ব, মুল্য ৸৵০ আনা, ডাকমাসুল ৵০ আনা। তৃতীয় পর্ব্বের ৬ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে; প্রতি সংখ্যার মুল অর্দ্ধআনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণঘোষ

ভারতবর্ষের ভুরতান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মুল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মুল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

অবকাশরঞ্জিনী

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মুল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামের একজন সুশিক্ষিত যুবা ইহার গ্রন্থকর্ত্তা।

বিজ্ঞাপন।

বামা রচনাবলী।

এদেশীয় বামাগণের নানা বিষয় ঘটিত উৎকৃষ্ট রচনা সকল সংগৃহীত হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে পুস্তক খানি ২৫ ফরমা এবং উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ড উৎকৃষ্ট বাঁধান মুল্য ১৲ টাকা এবং সামান্য বাধান মুল্য ৸০ আনা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক	৮৲ টাকা
যান্মাসিক	৪৷৷০
ত্রৈমাসিক	২৲
প্রত্যেক সংখ্যা	।৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	১০

এই, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵
ও ততোধিক বার	/১০

এই পত্রিকা বহু বাজার ছিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়॥